
একক ৪ □ বর্গীকরণে স্বীকৃত রীতি ও পদ্ধতি

গঠন

- ৪.১ প্রস্তাবনা
- ৪.২ স্বীকৃতি রীতি
- ৪.৩ মূল বিষয় সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য
- ৪.৪ মৌলবর্গ সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য
- ৪.৫ ফ্যাসেট বিশ্লেষণ
- ৪.৬ ফ্যাসেট পরম্পরা
 - ৪.৬.১ বস্তুময়তার স্বীকার্য
 - ৪.৬.২ আবর্তনের স্বীকার্য
 - ৪.৬.৩ স্তর সম্পর্কিত স্বীকার্য
- ৪.৭ নথিপত্রের ফ্যাসেট বিশ্লেষণ
- ৪.৮ অনুশীলনী
- ৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ প্রস্তাবনা

গ্রন্থ বর্গীকরণের তত্ত্ব উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে রঞ্জনাথনের তত্ত্বটি গতির সুষমায় মণ্ডিত। জ্ঞানের জগতে অশেষ বৈশিষ্ট্যকে যুক্তিসিদ্ধ ক্রমের মধ্যে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে এ তত্ত্বের কোনো বিকল্প নেই। রঞ্জনাথন এই তত্ত্বটিকে ‘বর্গীকরণে স্বীকৃতি রীতি’ বা ‘পসটিউলেশানাল অ্যাপ্রোচ টু ক্ল্যাসিফিকেশন’ বলেছেন। স্বীকারযোগ্য রীতি সঠিক অর্থে বিধি নয়, তবে বিধির কাছাকাছি কিছু। এ কতকগুলি নীতি যা তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে খুবই সহায়ক। পঞ্চ মৌল সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য এ ব্যাপারে প্রথম সফল পদক্ষেপ। পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ফ্যাসেট পরম্পরা। এখানেই রঞ্জনাথনের উদ্যোগ থেমে যায়নি। যৌগিক বিষয়ের (complex subject) গ্রন্থাবলী বর্গে নিবন্ধ করার জন্যও তাঁকে উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তার নাম তিনি দিলেন পর্যায়ী সম্পর্ক (Phase relation)। গণিতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মডেল তৈরির জন্য স্বীকৃত পদ্ধতি গৃহীত হয়। বর্গীকরণের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি কার্যকরী। বিশাল ও বিচিত্র জ্ঞানের রাজ্যে কয়েকটি স্বীকার্য নীতিই রীতিবদ্ধ পদ্ধতির জন্ম দেয়।

স্বীকার্য হল সেইসব নীতি, বচন বা নির্দেশিকা যা চিন্তা ও মননরাজ্যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্বীকার্য, সত্য বা মিথ্যা নির্ণীত হয় না। সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক এ কোনোকিছুর বিন্যাসকে সম্ভব করে তোলে। তবে অসুবিধাজনক হলে যে-কোনো স্বীকার্যকেই পাণ্টে দেওয়া যায়।

স্বীকৃত, রীতি যেমন, তত্ত্বগত হয়, তেমনি হয় বৈজ্ঞানিক কিংবা ব্যবহারিক। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তত্ত্বগত স্বীকার্যের উদ্ভব হয়। কর্ম করার সময় ব্যবহারিক স্বীকার্যকে পাওয়া যায়। আর রঞ্জনাথনের মতে স্বীকৃত রীতি বিষয়ের বর্গীকরণে নীতি-নির্ধারক হয়ে দাঁড়ায়।

৪.২ স্বীকৃত রীতি

কোনো কাজ সম্পন্ন করার সময় বা সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের নানাবিধ অবলম্বন করতে হয়। বর্গীকরণে স্বীকৃত রীতি বলতে সেই সব উপায়কে বোঝানো হয় যার ভিত্তি স্বীকারযোগ্য। স্বীকার্যের উপর দাঁড়িয়ে তখন কোনো গ্রন্থ বা নথির বর্গ নির্ণীত হয়। প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃত পদ্ধতিই গ্রন্থ বা নথি বর্গীকরণের কাজকে দিয়েছে বিজ্ঞানের পোস্ত ভিত্তি।

রঞ্জনাথন বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের জন্য কতকগুলি স্বীকৃত রীতি উদ্ভাবন করেছেন। 1957 সালে ডর্কিংয়ে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বর্গীকরণ বিষয়ক সম্মেলনে এই স্বীকৃত রীতিগুলির কথা প্রথম তিনি উপস্থাপন করেন। স্বীকৃত রীতিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—ভাবতলগত (Idea) স্বীকার্য ও সাংকেতিক চিহ্নতলগত (Notification) স্বীকার্য। স্বীকৃত রীতিগুলির কিছু সুবিধে আছে :

১. বর্গীকরণের তত্ত্ব ও ব্যবহার-গত কিছু ভ্রান্তি পরিহার করা সম্ভব।
২. বর্গীকরণ পদ্ধতির মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতা আনা সম্ভব হয় বলে গোটা পদ্ধতির মধ্যে আসে যান্ত্রিক সৌম্য। স্বীকার্যের সাহায্যে গ্রন্থ বা নথির অন্তর্গত বিষয়-বিশ্লেষণে পাওয়া যায় একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ (Matrix)।
৩. এই স্বীকৃত রীতির সাহায্যে প্রতিটি বিষয়ে পাওয়া যায় নিজস্ব ফ্যাসেট-সূত্র। অথচ তার প্রচলিত কাঠামোটি থাকে অটুট ও অবিকৃত।
৪. বর্গীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনাত্মক বিচারকে এ সম্ভব করে তোলে।
৫. জ্ঞানবিশ্বের বৈচিত্র্যকে বিশদ করার ক্ষেত্রে স্বীকৃত পদ্ধতির প্রয়োগযোগ্যতা অবিসংবাদিত। অবশ্য শুধু সংশ্লেষণাত্মক বর্গীকরণ পদ্ধতির ক্ষেত্রেই রীতি অবলম্বিত হয়।

৪.৩ মূলবিষয় সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য

প্রতিটি বর্গীকরণ পদ্ধতিই নিজস্ব কাঠামো গড়ে তোলে সদৃশ বিষয়গুচ্ছ অবলম্বন করে। রঞ্জনাথন কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিতেও এ সাদৃশ্যমূলকতাকেই ভিত্তি করে মূলশ্রেণিগুলি নিরূপণ করেছেন। মূল বিষয়গত (Basic subject) ধারণাটি অবশ্য রঞ্জনাথনেরই উদ্ভাবন। ফ্যাসেটকে সুনির্দিষ্ট করতে মূলবিষয়টি প্রাসঙ্গিক। তাই রঞ্জনাথন বলেছেন :

প্রতিটি বিষয়েরই একটি মূল ফ্যাসেট আছে। প্রতিটি খণ্ডচিত্ত বা আইসোলেটকে প্রসঙ্গ নির্ণায়ক মূল ফ্যাসেটের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

৪.৪ মৌলবর্গ সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য

মূল বিষয় শনাক্তকরণের পর যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে তার ভাববিশ্লেষণ করলেই অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়। বিষয়গুলি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি বিষয়েরই নির্দিষ্ট কতকগুলি দিক আছে এবং সেগুলি পরস্পর সম্পর্কসূত্রে নিবন্ধ। উদাহরণস্বরূপ রসায়ন বিজ্ঞানের ছটি পদ বিবেচিত হতে পারে:

- | | |
|----------------------------|---|
| ১. সুরাসার (Alcohol) | ১. বস্তু (Substance) |
| ২. তরল (Liquid) | ২. অবস্থা (State) |
| ৩. উদ্বায়িতা (Volatility) | ৩. গুণ (Property) |
| ৪. প্রজ্বলন (Combustion) | ৪. প্রতিক্রিয়া (Reaction) |
| ৫. বিশ্লেষণ (Analysis) | ৫. প্রক্রিয়া (Operation) |
| ৬. পিপেট (Pipette) | ৬. প্রক্রিয়া কৌশল (Device for operation) |

বামদিকের স্তম্ভের লিখিত প্রতিটি স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপী বা আইসোলেট সহচর একটা প্রকারের অধিকারী। ডানদিকের স্তম্ভে সেই সহচর ক্যাটিগরিগুলির নামই লেখা হয়েছে। এখানে বস্তু বলতে এবং অবস্থা বলতে সকল অবস্থা। এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উপযুক্ত প্রতিটি ভাব-প্রকার বা ক্যাটিগরি অব আইডিয়াস রসায়ন বিজ্ঞানের ফ্যাসেট হিসেবে গণ্য হতে পারে। এভাবে প্রতিটি বিষয়েই ভাব-ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব। নিম্নলিখিত সারণিতে এভাবে মূল বিষয় ও তার ফ্যাসেটগুলি ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হল :

ফ্যাসেট

মূল বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান	২ প্রকার শিক্ষালয় গ্রন্থাগার	৩ দ্রব্য সম্ভার (বই)	৪ কর্মকাণ্ড (বর্গীকরণ)	৫ শহর (কলকাতা)	৬ বছর (২০০৪)	৭
রসায়ন বিজ্ঞান	বস্তু (অ্যালকোহল)	গুণ (উদ্বায়িতা)	প্রতিক্রিয়া (প্রজ্বলন)	বিশ্লেষণ (প্রক্রিয়া)	প্রক্রিয়া কৌশল (ব্যুরেট)	
কৃষি	শস্য (ধান)	গুণ (প্রোটিনের সংস্থান)	কর্ম (বপন)	যন্ত্র (ট্রাক্টর)	দেশ (ভারত)	বছর (2004)
চিকিৎসাশাস্ত্র	শারীর যন্ত্র (ফুসফুস)	দেহ সংগঠন (অ্যানাটমি)	রোগ (কর্কট)	চিকিৎসা (মৌখিক)	ঔষধ (স্ট্রেপটোমাইসিন)	
শিক্ষা	শিক্ষার্থী শিশু	শিক্ষণীয় বিষয় (গণিত)	শিক্ষাপদ্ধতি (প্রশ্ন-উত্তর)	উপকরণ (চিত্র প্রদর্শক যন্ত্র)	শহর (কলকাতা)	বছর (2004)

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের সময় রঞ্জনাথন বিষয়-ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে দেখলেন, প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট কতকগুলি ফ্যাসেট আছে। ফ্যাসেটগুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা করলে তাদের মধ্যে এক অন্তঃশীল ঐক্য অনুভব করা যায়। প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে মূলগত কতকগুলি ভাব আছে যাকে কেন্দ্র করে ওই বিষয়ের বিভিন্ন ধারণাগুলি আবর্তিত। ভাব বা বিষয়ের এই অন্তঃশীল ঐক্যই রঞ্জনাথনকে মৌলবর্গের স্বীকার্য নির্ধারণে প্রণোদিত করেছিল। আর এদিক থেকে তিনি মাত্র পাঁচটি মৌল বর্গের স্থান পেয়েছেন।

8.৫ ফ্যাসেট বিশ্লেষণ (Facet Analysis)

বিষয়-বিশ্লেষণের ভিত্তি হল ফ্যাসেট বিশ্লেষণ। সর্বপ্রকার বর্গীকরণ পদ্ধতিকে এই কাজটি করতে হয়—কখনও স্পষ্টভাবে কখনও বা পরোক্ষভাবে। বিষয় বর্গীকরণের সময় অবলম্বিত ফ্যাসেট বিশ্লেষণ ও পদ্ধতি হল আর এক যমজ প্রক্রিয়া। ফ্যাসেট হল বিষয়ের এক-একটি দিক। নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মেপে মেপে বিষয়ের বিশ্লেষণকেই বলে ফ্যাসেট বিশ্লেষণ। ‘খেলনা উৎপাদন’ বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা প্রথমেই পাই খেলনা। খেলনাই হল খেলনা উৎপাদনের চরম ফলশ্রুতি এবং খেলনা এখানে ওই বিষয়েই একটি ফ্যাসেট হয়ে দাঁড়াল। খেলনা তৈরি করতে গিয়ে যে দ্রব্য দরকার সেটি হল আর একটি ফ্যাসেট। খেলনা তৈরির পদ্ধতি হল তৃতীয় ফ্যাসেট।

রঞ্জনাথনের মৌল বর্গের স্বীকৃত সত্যকে বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে খেলনা উৎপাদনকে আমরা নিম্নরূপে দেখতে পারি :

খেলনা হল ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটির প্রকাশ।

দ্রব্য হল পদার্থ বা ম্যাটারের প্রকাশ।

পদ্ধতি হল শক্তি বা এনার্জির প্রকাশ। এর সঙ্গে যুক্ত হবে স্থান ও কাল বা স্পেস আর টাইম।

8.৬ ফ্যাসেট পরম্পরা (Facet Sequence)

ফ্যাসেট পরম্পরা নির্ধারণের জন্য এবং ফ্যাসেটগুলির মধ্যে যুক্তিসিদ্ধ একটি ক্রম নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে রঞ্জনাথন ত্রিবিধ স্বীকার্যের অস্তিত্ব নির্দিষ্ট করেছেন :

১. বস্তুময়তার স্বীকার্য বা পসটিউলেট অব কনক্রিটনেস।

২. আবর্তনের স্বীকার্য বা পসটিউলেট অব রাউন্ড।

৩. স্তরের স্বীকার্য বা পসটিউলেট অব লেভেল।

8.৬.১ বস্তুময়তার স্বীকার্য

ক্রমহ্রাসমান বস্তুময়তার দিক থেকে পাঁচটি মৌল বর্গকে বলা যায় এইভাবে : ব্য প শ স্থা কা / পি এম ই এস টি। কয়েকটি গ্রন্থ নাম বিচার করা যেতে পারে :

(ক) 2004-এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : এখানে মূল বিষয় বা বেসিক সাবজেক্ট (BS) এবং কাল বা টাইম নির্দিষ্ট।

(খ) 2004 সালে ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান : এখানে মূলবিষয় (BS), কাল (T), স্থান (S) নির্দিষ্ট।

(গ) 2004 সালে ভারতে বর্গীকরণ : এখানে মূল বিষয় (BS), কাল (T), স্থান (S) এবং শক্তি (E) নির্দিষ্ট।

(ঘ) 2004 সালে ভারতের লাইব্রেরিসমূহে মানচিত্রের বর্গীকরণ : এখানে মূল বিষয় (BS), ব্যক্তিত্ব (P), পদার্থ (M), শক্তি (E), স্থান (S) এবং কাল (T) সুনির্দিষ্ট।

উপরের গ্রন্থনামগুলি থেকে দেখা গেল যে আমাদের আলোচনা সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে অগ্রসর হয়েছে। ২০০৪ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সমুদয় দিক আলোচিত ক-চিহ্নিত গ্রন্থনামে। কিন্তু ঘ-চিহ্নিত গ্রন্থনামে আমরা চলে এসেছি বিশেষ ক্ষেত্রে। এইভাবে ক থেকে ঘ পর্যন্ত গ্রন্থনামগুলিতে আমাদের যাত্রা ক্রমবর্ধমান বস্তুময়তার দিকে লক্ষ রেখে। ক্রমহ্রাসমানতার দিক থেকে যাত্রা হলে আমরা যেতাম ব্যক্তিত্ব থেকে কালের দিকে (P থেকে T) আর উল্টো যাত্রায় কাল থেকে ব্যক্তিত্বে (T থেকে P)।

8.৬.২ আবর্তনের স্বীকার্য (Postulate of Round)

ফ্যাসেট পরিচায়ক শব্দগুলি যদি এই পাঁচটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং প্রতিটি শব্দই ‘ব্য প শ স্থা কা’ বা PMEST-এর কোনো-না-কোনোটর প্রকাশ হয় তাহলে বিশ্লেষণ বা সংশ্লেষণ কোনো ক্ষেত্রেই আর অসুবিধের উদ্ভব হয় না। কিন্তু ফ্যাসেট নির্দেশক শব্দাবলীর যদি প্রত্যেকটি একের অধিক ব্য, প বা শ প্রকাশ করে তাহলে ফ্যাসেট ক্রম অটুট রাখতে বাড়তি কতকগুলি সত্যের দরকার হয়ে পড়ে। যেমন :

জাপানে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত পুনর্বসতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ
শিশু রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।

উপরের গ্রন্থনাম দুটির মধ্যে স্থূলাক্ষর শব্দগুলি ফ্যাসেটের মৌলবর্গের নির্দেশক। শক্তি বা E এখানে একাধিক। শক্তিপ্রকাশক আইসোসেটগুলির স্থান নির্দিষ্ট করতে হলে স্বীকার্যের উপর ভিত্তি করতে হবে। এই স্বীকার্যই হল শক্তির আবর্তন জ্ঞাপন স্বীকার্য (Postulate of round of energy)। এর বস্তু্য হল : একই বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে মৌলবর্গের শক্তির প্রকাশ যদি একাধিক স্থানে হয় তাহলে তার ক্রম একটি নির্দিষ্ট নীতি মেনে কতকটা দেওয়ালচিত্রের মতো করে করতে হয়। যদি দুটি ফ্যাসেট হয় ক এবং খ এবং দেখা গেল ‘ক’ ধারণার উদ্ভব না হওয়া পর্যন্ত ‘খ’-এর উত্থান ঘটছে না—তাহলে ক-এর অবস্থান হবে খ-এর পূর্বে। দেওয়াল থাকলে তবে তো দেওয়াল-চিত্র। উপরের দৃষ্টান্ত ‘বিধ্বস্ত’ না হলে তো ‘পুনর্বসতির’ প্রশ্নই ওঠে না। একইভাবে, আগে ‘রোগ নির্ণয়’, তারপর ‘চিকিৎসা’। কাজেই দুই ফ্যাসেটের উদ্ভব ঘটলে পূর্ববর্তিতা বিষয়ক দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে ‘দেওয়াল চিত্র’ নীতির দ্বারা।

স্থান ও কাল ফ্যাসেটের উদ্ভব হয় একেবারে শেষে। কাজেই আবর্তনের কথা এদের সম্পর্কে খাটে না।

8.৬.৩ স্তর সম্পর্কিত স্বীকার্য (Postulate of Level)

এই স্বীকার্য ব্যক্ত করে : কোনো বিশেষ বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও পদার্থ একই আবর্তনে একের অধিক উল্লিখিত হতে পারে। একটি আবর্তনের মধ্যে প্রথম প্রকাশকে স্তর-1 (লেভেল-1), আর দ্বিতীয় প্রকাশকে স্তর-2 (লেভেল-2) বলা হয়। দুটি গ্রন্থনাম বিচার করা যেতে পারে :

‘শেকসপিয়রের হ্যামলেটের সমালোচনা’

‘শার্টের ডিজাইন করার জন্য সুতি কাপড়ের গুণধর্ম’

প্রথম গ্রন্থনাম : ইংরেজি, নাটক, শেকসপিয়র এবং হ্যামলেট হল ব্যক্তিত্ব বা P-এর প্রকাশ। সমালোচনা হল শক্তি বা এনার্জি আইসোসেট। ব্যক্তিত্ব প্রকাশক আইসোসেটগুলির পরম্পরা নির্ধারিত হবে দেওয়াল-চিত্র নীতির সাহায্যে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত গুণধর্ম এবং সুতিকাড় হচ্ছে পদার্থ (M)-এর প্রকাশ। এখানে সুতিবস্ত্রই হবে পূর্ববর্তী।

8.৭ নথিপত্রের ফ্যাসেট বিশ্লেষণ

ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্গীকরণ মুখ্যত বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক এক পদ্ধতি। ভাব সে বস্তুগতই হোক কিংবা মন্বয়ই হোক, এককই হোক কিংবা গুচ্ছবন্দই হোক তাকে নির্দিষ্ট ক্রমে সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করা বর্গীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে সহজেই সম্ভব। নথিপত্র বর্গীকরণের পথে নির্দিষ্ট কতকগুলি পর্যায় আছে।

প্রথমেই নথিপত্রের মূল ভাব ও বিষয় নিরূপণ। উপবিভাগগুলি এই প্রচেষ্টায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সাধারণত নথিপত্রের শিরোনাম এ ব্যাপারে সহায়তা দান করে, কিন্তু শিরোনাম নির্ভর হলে চলে না। নিখর ভূমিকা, মুখবন্দ, সূচিপত্র এ বিষয়ে পাঠ করা দরকার। ক্ষেত্রবিশেষে নথির হৃদয়-সংবাদটি জানবার জন্য মূল অংশটিরও পাঠ করা প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া বিষয় সম্পর্কে যদি বর্গকারের জ্ঞান থাকে তাহলে বাড়তি সুবিধে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নথির বিষয়-নির্দেশক কয়েকটি মূলশব্দ নির্বাচনের পালা। নথির বিভিন্ন দিকের স্বচ্ছ উদ্ভাসনের ব্যাপারে সমধিক মনোযোগী হওয়া দরকার।

তৃতীয় পর্যায়ে ফ্যাসেট-উদ্ভাবনী মূল শব্দগুচ্ছ নির্বাচন।

চতুর্থ পর্যায়ে রঞ্জনাথনের PMEST-র সাহায্যে গ্রহণ ও মূল বিষয় এবং মৌল বর্গ নির্দেশ।

স্থান (S) এবং কাল (T) সাধারণত সমস্যার সৃষ্টি করে না। অবশ্য শক্তি (E) অনেক সময় সমস্যায় ফেলে। তবে সে অসুবিধে নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। একবার যদি কর্মের স্বরূপ উন্মোচিত হয় তাহলে শক্তি (E) আর সমস্যা বাড়ায় না। তুলনায় পদার্থ (MM/MP) কিয়দাংশে দুরূহ। তবে বিষয়জ্ঞান স্বচ্ছ হলে অসুবিধে হয় না। কিন্তু দুরূহ কাজ হল ব্যক্তিত্ব বা পার্সোনালিটি নিরূপণ। এ মর্মে রঞ্জনাথনের পথনির্দেশ হল সুষ্ঠুভাবে যদি বিষয়ের T, S, E এবং M জানা যায় তাহলে অবশিষ্টটাই হল P আইসোল্টেট। কিন্তু এ পদ্ধতি খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে বিষয়ের মূল সূত্রটি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বিষয়ের যথাযথ অনুধাবন প্রয়োজন। এটি সম্ভব হলে ফ্যাসেট বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের কাজে নৈপুণ্য অর্জন করা তেমন কঠিন নয়। এ ব্যাপারে কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি P আইসোল্টেট খুঁজে বের করতে খুবই সহায়ক। অবশ্য ক্রমাগত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এ নৈপুণ্য আয়ত্ত হয়।

যিনি বর্গীকরণ পদ্ধতির সারণি তৈরি করেন অর্থাৎ যিনি বর্গীকরণ বিশারদ তাঁকে কয়েকটি কাজ করতে হবে

:

(ক) বিষয় নির্দেশক মূল শব্দাবলীর সংগ্রহ,

(খ) স্বীকার্য ও নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্রমে মূল শব্দাবলীর বিন্যাস।

এবার দৃষ্টান্তের অবতারণা : মূল বিষয় বা বেসিক সাবজেক্ট ও ফ্যাসেট-উদ্ভাসী মূল শব্দ নির্বাচনের দ্বারা বিশ্লেষণী প্রয়াস :

১. 2003 সালে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগারসমূহে মানচিত্রের বর্গীকরণ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (মূল বিষয়, BS)

বর্গীকরণ (ক্রিয়া/শক্তি)

মানচিত্র (দ্রব্য/পদার্থ, বস্তু)

কলেজ গ্রন্থাগারসমূহ (মূলভাব, ব্যক্তিত্ব)

পশ্চিমবঙ্গ (দেখা-স্থান)

2003 (বৎসর-কাল)

২. 1999 সালে ভারতের ব্যাঙ্কসমূহে বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা

অর্থনীতি (মূল বিষয়)

বিশ্লেষণাত্মক সমীক্ষা (ক্রিয়া, শক্তি)

ব্যাঙ্কসমূহ (আর্থসত্তা, ব্যক্তিত্ব)

- ভারত (দেশ, স্থান)
1999 (বৎসর, কাল)
৩. পশ্চিমবঙ্গের চালে প্রোটিনের পরিমাণ
কৃষি (মূল বিষয়)
প্রোটিনের পরিমাণ (পদার্থগুণ-MP)
চাল (শস্য, ব্যক্তিত্ব)
পশ্চিমবঙ্গ (দেশ-স্থান)
৪. পশ্চিমবঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন
শিক্ষা (মূল বিষয়)
পঠন-পাঠন (ক্রিয়া-শক্তি)
উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ব্যক্তিত্ব)
পশ্চিমবঙ্গ (দেশ-স্থান)

৪.৮ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

- ১। মূল বিষয় সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্যটি ব্যাখ্যা করুন।
- ২। স্তর সম্পর্কিত স্বীকার্য সত্য উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।
- ৩। ফ্যাসেট পরম্পরা বলতে কী বোঝেন? উদাহরণ দিয়ে বোঝান।
- ৪। স্বীকার্যের সাহায্যে কীভাবে বিষয়-বিশ্লেষণ করবেন? উদাহরণ দিন।

৪.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. Kishan Kumar : Theory of classification. 2nd rev. ed., Delhi, Vikas Publishing, 1981
২. Ranganathan, S. R. : Prolegomena to library classification. 3rd ed. Bombay, Asia Publishing House. 1967